সংবাদ

তারিখ ··· 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ··· ২ ··· কলাম ৪ ··· ······

যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা ছাত্রকে জঙ্গি কার্যক্রমে টানা হয়

বাকী বিল্লাহ

নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদীন জেএমবির সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধার্মিক ছাত্রদের নানাভাবে ফুঁসলিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইসলামের জন্য যুদ্ধ করলে বেহেস্ত পাওয়া যাবে। সুরা আল-বাকারার আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ছাত্রদের জিহাদ শেখানো হচ্ছে, ইসলামের জন্য যুদ্ধ না করলে কাফের। আর বিদেশি মারলে ক্রসেডার (ধর্মযোদ্ধা) হিসেবে খেতাব পাবে। ইসলামি রাষ্ট্র চাইলে জিহাদ করতে হবে। এভাবে ধর্মের নামে নানা ধরনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গিরা মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এমন ছাত্রদের বেছে নিয়ে জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করছে। গ্রেফতারকৃত জঙ্গিরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য দিয়েছে। অন্যদিকে তেজগাঁয়ে আহসান উল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র জঙ্গি কার্যক্রমে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাত সদস্যের কমিটি কাজ করছে। অন্য প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন। গোয়েন্দা সূত্র জানায়

জঙ্গি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

জঙ্গি : কার্যক্রমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়া ছাত্রদের ফুসলিয়ে তাবলিগের জামায়াতে চিল্লার নামে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন মসজিদে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে অনেক ছাত্র মালয়েশিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় যায়। সেখানে জঙ্গি কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেয়। এভাবে জঙ্গি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে দেশে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালানো হয়। সূত্র মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জঙ্গিরা অনেক সময় তাদের প্রচারণা চালায়। তাদের প্রচারণায় কেউ শেয়ার করলে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে লাইক দিলে এরপর জঙ্গিরা টার্গেট করে নিজেদের কাছে নিয়ে জঙ্গি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে। আবার পারিবারিকভাবে হতাশাগ্রস্ত ছাত্রদের ফুসলিয়ে মগজ ধোলাই করে উগ্র জঙ্গিবাদে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সূত্র মতে, স্কলাসটিকা, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এমন ধার্মিক ছাত্রদের প্রথমে কৌশলে ধর্মের কথা বলে পরবর্তীতে জিহাদ ও জঙ্গি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে। এরপর তাদের নাশকতাসহ জঙ্গি কার্যক্রমে জড়ানো হচ্ছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা সরকারের পক্ষ থেকে জঙ্গি কার্যক্রম ঠেকাতে গোয়েন্দা নজরদারি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছাত্রের ওপর নজর রাখার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। টার্গেট যে কোন উপায়ে দেশ থেকে জঙ্গিবাদ চিরতরে নির্মূল করা।

তেজগাঁওয়ের আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত আছে কিনা তা তদন্ত করতে ৭ সদস্যের মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভার্সিটির রেজিস্ট্রার, প্রক্টরসহ বিভাগীয় প্রধানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করে প্রশাসনে সুপারিশ করবেন। এরই প্রেক্ষিতে কেউ জড়িত হয়েছে প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর প্রশাসন থেকে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।